ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

আধুনিক লোক প্রশাসন এবং আমলাতন্ত্রের অকার্যকারিতা ঃ তত্ত্ব ও বাস্তবতা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন *

Modern Public Administration and Ineffectiveness of Bureacracy Theory and Practice : Bangladesh Perspective

Mohammad Zulfikar Hossain

Abstract : Public administration is almost synonymous with bureaucracy. Bureaucracy is inevitable in this modern world. Bureaucracy refers to the formal rational organization of relations among persons vested with administrative authority. Bureaucrats of the new public administration implements the policies and their main obligation is to ensure economy, efficiency and equity. It is widely believed that these policies fall short the owing to scarcity of resources and poor implementation by the bureaucracy. There is a great gap between theory and the practice. It is necessary to know the activities inside the new public administration and their impact on the people. A great gap exists between what should be and what is practically happening in a developing country like Bangladesh. It is difficult to relate our public administrative system and public administration movement.

আধুনিক কালে সরকারী অথবা বেসরকারী সকল সংগঠনকে তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যথার্থ ও কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। প্রশাসনিক কলাকৌশল যথাযথভাবে প্রয়োগ করার উপর নির্ভর করে সংগঠনের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা। লোক প্রশাসন বা সরকারী প্রশাসন প্রশাসনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রেরই অংশ বিশেষ। গ্রীক দার্শনিক Aristotle এ বিষয়ে আজ থেকে দুই হাজার বৎসরেরও অধিক সময় পূর্বে বলেছেন, " It is by no means easy for one man to superinted many things : he will have to appoint a number of subordinates." উপর্যুক্ত উক্তিটির

---

* প্রভাষক, রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মাঝে নিহিত রয়েছে লোক প্রশাসনের গুরুত্ব । বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক চর্চার মাঝে ও পর্যায়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকার কারণে লোক প্রশাসন প্রয়োগ এবং চর্চার ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্ত দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করে সেখানে লোক প্রশাসন চর্চার ক্ষেত্রে একটি জবাবদিহিমূলক পরিস্থিতি বিরাজ করে। কিন্তু অনুন্নত এবং অস্থিতিশীল রাজনৈতিক চরিত্র সম্বলিত দেশগুলোতে লোক প্রশাসনের ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারী এবং এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই লোক প্রশাসনের তত্ত্বীয় ধ্যান ধারণা প্রয়োগের ব্যাপারে প্রশাসনিক অঙ্গ সংগঠনগুলোর নেতিবাচক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

১৮৮৭ সালে প্রকাশিত 'The study of Administration' প্রবন্ধে Woodraw Wilson এক পৃথক প্রশাসন শাস্ত্রের কথা বলেন। তার মতে প্রশাসনের ক্ষেত্র হল কারবার ক্ষেত্র। তা রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্ত থেকে অনেক দূরে এবং অধিকাংশ ব্যাপারে সাংবিধানিক ক্ষেত্র থেকে পৃথক। প্রশাসন রাজনীতির যথার্থ পরিধির বাইরে। রাজনীতি প্রশাসনের কার্যাবলী নির্ধারণ করলেও তার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে না। নিকোলাস হেনরী তার গ্রন্থ "Public Administration and Public Affairs' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে লোক প্রশাসন পাঁচটি paradigm এর মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

১৯৭১ সনে Dwight Waldo' র প্রকাশিত 'The New Public Administration : The Minnowbrook Perspective' নব প্রশাসন আন্দোলনের একটি ফলাফল। ডোয়াইট ওয়ালডো'র নেতৃত্বে নিনোব্রুক (Ninnowbrook) সমবেতভাবে সনাতন জন প্রশাসন ও বহুত্ববাদী রাষ্ট্র বিজ্ঞানের স্বীকৃত সূত্রগুলি চ্যালেঞ্জ করেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানমুখী জন প্রশাসনের ২টি গ্রন্থের জন্ম হয় যা জন প্রশাসনে নব দিগন্তের সূচনা করে। জন প্রশাসনের মৌলিক মূল্যবোধগুলো ছিল representativeness, politically neutral competence, executive leadership এবং যে সকল উদ্দেশ্যে জন প্রশাসনের সূচনা তা হল দক্ষতা, মিতব্যয়িতা অর্জন এবং স্পষ্টতই এর লক্ষ্য ছিল উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা। কিন্তু নব্য লোক প্রশাসন ধারণা তার সাথে equity ধারণাটিকে সংযোজন করে। আধুনিক লোক প্রশাসন সমতার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।

উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটি বিশেষ শ্রেণীর সুবিধার জন্য এবং কেবলমাত্র নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনেই ব্যস্ত। দেশের এক বিরাট অংশ সে সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং বেকার সমস্যা, অজ্ঞতা, হতাশা, দারিদ্র এর অন্যতম ফলাফল। বলা হয়ে থাকে সরকারী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি 'সর্বাধিক সামাজিক

সুবিধার নীতি' যা নব লোক প্রশাসনের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং এই নীতি কার্যকর করার জন্য যে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র তার নাম আমলাতন্ত্র। আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে কাঠামোগত কাঠিন্য ছাড়াও এর সদস্যদের মধ্যে আচরণগত একটি দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। যার ফলে প্রায়শই সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়নে এই দৃঢ়তা ও শৃঙ্খল গতিশীলতাকে শ্লথ করে, জনসেবা বিঘ্নিত হয়, উন্নয়ন কর্মকান্ডের গতি ও প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়।

Max Weber এর যে আমলাতান্ত্রিক paradigm যাকে ব্যাখ্যা দেন আদর্শ আমলাতন্ত্র হিসাবে, সেই আমলাতন্ত্রের কতগুলো কাঠামোগত ও আচরণগত দুই ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি উল্লেখ করেন।

কাঠামোগত	আচরণগত
১। শ্রম বিভাজন-প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত স্থানে কর্মে নিয়োজিত করা হবে।	১। আমলাতন্ত্রে কঠোর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
২। পদ সোপান-প্রত্যেক ব্যক্তি তার উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট কর্মের জন্য দায়ী। অর্থাৎ উর্ধ্বতন অধঃস্তন সম্পর্ক ব্যবস্থা।	২। আমলাতন্ত্র কারও প্রতি অনুরাগের বশবর্তী না হয়ে কাজ করে যায়।
৩। আইন কানুন-প্রতিটি কার্যক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়ম নীতির চর্চা।	৩। কর্মীগণ কার্য সম্পাদনের সময় আনুষ্ঠানিক নিয়ম নীতির বাইরে যাবে না।
৪। নৈর্ব্যক্তিকতা-প্রতিটি কর্মীর নিরপেক্ষ আচরণের বাধ্যবাধকতা।	
৫। ভবিষ্যত উন্নয়ন-যোগ্য ব্যক্তি তার যোগ্যতার জন্য পুরস্কৃত হবে।	

আমলাতন্ত্র এবং বর্তমান প্রশাসন ঃ যদি সরকারকে একটি ব্যবস্থা (system) হিসাবে ধরা হয় তবে বাংলাদেশ সচিবালয় একটি বড় ধরনের sub-system, সচিবালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত এবং মন্ত্রণালয় আবার কতগুলো ডিভিশনে বিভক্ত। Rules of Business অনুযায়ী বিভিন্ন branch, section এবং wing এর দায়িত্ব, কাজের বিস্তৃতি এবং সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

বাংলাদেশের লোক প্রশাসন

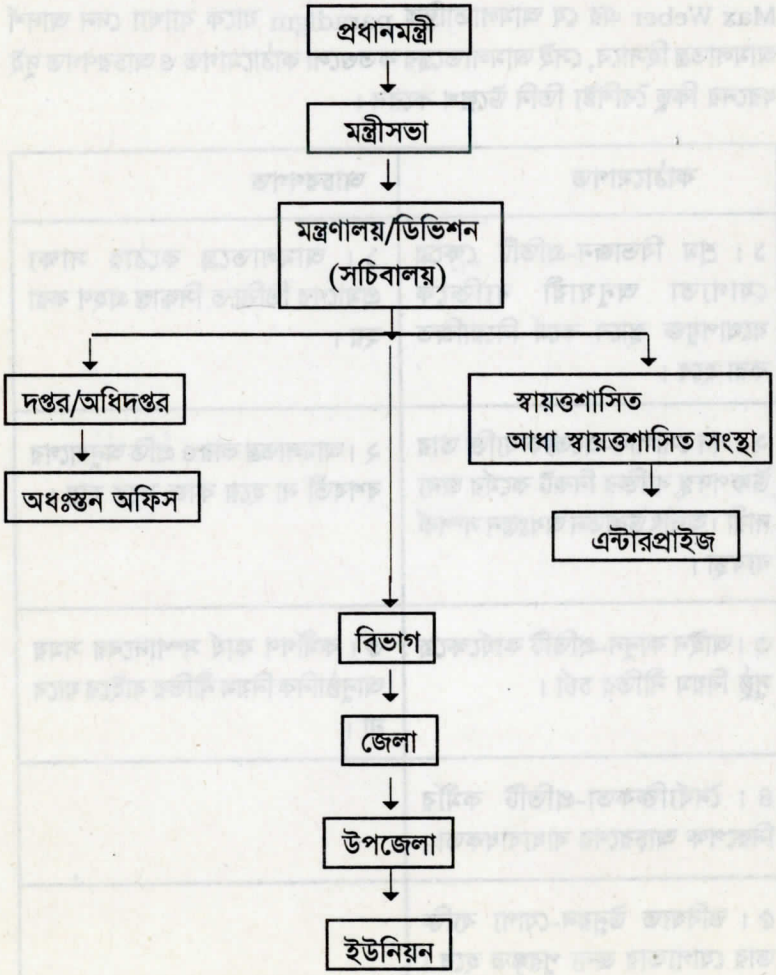

Huda এবং Rahman *Functionaries of The Bangladesh Secretariat* লেখায় উল্লেখ করেন, "In the Bangladesh Secretariat, sections are organized on either basis. In some ministries however, there is a mix of both the principles, chain of command, specialization and uniformity of standard. Organization by process may result in unequal distribution of work between sections whereas organization by purpose creates needs for heavy coordination" এবং সাথে সাথে disposal of case এ যে সময়ক্ষেপণ তার কারণ হিসাবে বলেন, ``The most obvious reason for delay in the Secretariat is the heavy workload the ministries assume for themselves. Although the workload is rationally distributed among various hierarchical levels in the secretariat, unfortunately, those allocations of business have been swept aside by a practice called jurisdictional infringements."

সুতরাং পদসোপানগত সমস্যাটি আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার গতিকে শ্লথ করে। Henry Fayol তার গ্রন্থে যে Gang plank এর কথা বলেছেন তার গ্রহণযোগ্যতা বা ব্যবহার এদেশের প্রেক্ষাপটে অনুপযোগী।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) ধারায় বলা আছে "সকল সময় জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।" বর্তমান সময়ের আমলারা বহুত্ববাদী মনোভাব সম্পন্ন। এর কারণ হচ্ছে পারিবারিক পটভূমি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, চাকরিগত মর্যাদা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে এমাজউদ্দিন আহমেদ তাঁর Bureaucratic Elites in Segmented Economic Growth গ্রন্থে বলেন, "অধিকাংশ কর্মচারীর সরকারী চাকরিতে যোগদানের অন্যতম কারণ হচ্ছে ক্ষমতা, অর্থ, চাকচিক্য, তবে জনসেবা নয়। অথচ তাদের বলা হয় 'জনগণের সেবক'।

Career planning অনুযায়ী প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তি তার যোগ্যতার স্বীকৃতি পাবে এবং যথাসময়ে পদোন্নতি এক ধরনের স্বীকৃতি।

Personnel manual এর chapter II এর 11.01 এ বলা আছে, promotion of a government servant in the right time not only boosts the moral of the employee but also increases efficiency of the organization to which he belongs. So it is imperative on the part of the administrative ministry/divi-

sion/department concerned to take prompt action on promotion case of its employees when promotions are due এবং এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ যা পরবর্তীতে অর্ন্তদ্বন্দ্বে রূপ নেয় এবং বাংলাদেশে তা দৃশ্যতঃ বিদ্যমান।

Wareen Bennis আমলাতন্ত্রকে যেভাবে সমালোচনা করেছেন তা আলোচনা করলে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের অকার্যকারিতা এবং এর পশ্চাতে যে কারণগুলো বিদ্যমান সে সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায় তাঁর মতে–

১. আমলাতন্ত্র ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিকাশে অনুমতি দেয় না

২. বশ্যতা এবং দলীয় চিন্তার বিকাশ ঘটায়

৩. অনানুষ্ঠানিক সংগঠন এবং জরুরী প্রত্যাশিত সমস্যাকে স্বীকৃতি দেয় না।

৪. পর্যাপ্ত আইনগত প্রক্রিয়া নেই

৫. পার্থক্য দূরীকরণ, পদের বিরোধ এবং নির্দিষ্ট কার্যগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ মিটানোর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয় না এবং

৬. অবিশ্বাস এবং প্রতিহিংসার ফলে মানবীয় সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার সম্ভব হয় না।

দু'টি কারণে এ অকার্যকারিতা সৃষ্টি হতে পারে–

১) প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতার জন্য এবং

২) ব্যক্তির আচরণের মাধ্যমে, যা তার শিক্ষাগত, সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল। এটা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে, যেমন–

- ❑ একজন আমলা আইন কানুনের দোহাই দিয়ে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করেন
- ❑ সম মর্যাদা সম্পন্ন একজন আমলা দায়িত্ব এড়ানোর জন্য কোন কাজের দায়িত্ব তাঁর একজন সহকর্মীর উপর চাপিয়ে দিতে পারেন। পরবর্তীতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে
- ❑ এক ধরনের কর্মকর্তা আছেন যারা কোন কাজের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন
- ❑ এক ধরনের কর্মকর্তা আছেন যারা কাজকে দীর্ঘায়িত করে সমস্যা বাড়িয়ে তোলেন
- ❑ অনেক সময় আমলারা কোন প্রয়োজনীয় অথচ ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়িত্ব বা সিদ্ধান্ত নিতে চান না এবং

- কর্মকর্তারা কর্তৃত্বকে পদমর্যাদার সূচক হিসাবে ব্যবহার করেন। তাই তাঁরা কোন শূন্যস্থান পূরণ করতে কাউকে না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

আধুনিক লোক প্রশাসনের চারটি প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে-

১. **Distributive Process :** সরকারী সেবা এবং পণ্যের সুষ্ঠু এবং সুষম বন্টন এবং এ বন্টন কতটা 'সর্বাধিক সামাজিক সুবিধার নীতি' অনুযায়ী হয়েছে তা' নির্ণয় করা যায় cost benefit analysis এর মাধ্যমে। এদিক দিয়ে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে গ্রামীণ উন্নয়ন বা অবকাঠামোগত উন্নয়নের নামে যে পরিমান অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে তার কতটুকু প্রকৃত অর্থে ব্যয়িত হচ্ছে এবং তার সুবিধা দেশের জনগণের কত অংশ পাচ্ছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা বিশেষ গোষ্ঠী এ সকল সুবিধা পাচ্ছে। সরকারী অর্থ ও সম্পদের অপব্যয় এবং অপব্যবহার সুষ্ঠু সেবা বন্টনে প্রতিবন্ধকতা। আমাদের GDP 'র ৪.৫ কেবলমাত্র আমলাদের wage bill এ ব্যয়িত হয়। Total Quality Management (TQM)- এর ধারণাটি অর্থাৎ মানসম্মত সেবা,কম খরচে উৎপাদন এবং জনগণের সন্তুষ্টি, এদেশে সম্ভব হচ্ছে না।

২. **The Integrative Process :** কাজের মৌলিক দিক হচ্ছে 'প্রজেক্ট টিম' যার মানে এসব বৈশিষ্ট্য যুক্ত থাকার আর্থিক স্বায়ত্তশাসন পরিস্থিতিতে প্রযুক্তি সরবরাহ। অন্যান্য প্রজেক্ট টিমের মধ্যকার আত্মনির্ভরশীলতা। গতানুগতিক পদসোপান পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে।

৩. **Boundary Exchange Process :** সরকারী প্রশাসন এবং এর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কর্পোরেশন দপ্তর এবং কর্মচারীদের মধ্যে সাধারণ সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে legislature, elected exceutive, pressure group, auxiliary staff.

৪. **The Socio Emotional Proeess :** এ প্রক্রিয়াকে sensitivity training technique বলা হয় যার মাধ্যমে দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিতে কর্মকর্তাদের মনোবলকে শক্তিশালী করা যায় এবং তাকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নেয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। বাংলাদেশে যে সকল আমলারা সচিবালয়ে কর্মরত তারা যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন। সরকারী প্রশিক্ষণ নীতিও স্বচ্ছ নয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও সঠিকভাবে কার্যকরী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন ব্যক্তি যে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, তাকে সে ক্ষেত্রে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না এবং উপযুক্ত প্রক্রিয়াগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা প্রশাসন যন্ত্র বা রাজনৈতিক সংগঠন

প্রয়োজন তা আমাদের দেশে নেই। ফলে তত্ত্বকে বাস্তবে রূপ দিতে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য এক বা একাধিক সংস্থা রয়েছে যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে কাজে জটিলতা বাড়ে। কিন্তু ব্যাংক এর ১৯৯৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা অন্যান্য দেশ যেমন মালয়েশিয়া (২৪), জাপান(১৪), ইংল্যান্ড (১৬) এর চেয়ে বেশি।

মন্ত্রণালয়ের প্রবৃদ্ধি

বৎসর	মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা	ডিভিশন	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা	বিভাগ/ অধিদপ্তর
১৯৮২	১৮	৪৪	১০৯	১৮১
১৯৮৫	২৬	–	–	–
১৮৮৪	৩৫	৪৯	১৩৯	২২১

উৎস ঃ WB -১৯৯৬

নব্য লোক প্রশাসনের মূল্যবোধ এবং তা অর্জনের জন্য যে যে পন্থা প্রয়োজন তা নিম্নে আলোচিত হ'ল ঃ

মূল্যবোধ	কাঠামোগত পন্থা
১) দায়বদ্ধতা----------	বিকেন্দ্রীকরণ (রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগ);
২) সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মী এবং -------- জনগণের অংশগ্রহণ	প্রাকরণ কর্মদল, সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় কর্মীর অংশগ্রহণ;
৩) সামাজিক সমতা ----------	কার্যকরী কর ব্যবস্থা, সরকারী সেবায় সমতা;
৪) জনগণের পছন্দ ----------	পছন্দের বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে সেবার বিভিন্ন বিকল্প সৃষ্টি;
৫) প্রশাসনিক জবাবদিহিতা---------	বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতা অর্পণ।

বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এক ধরনের সাড়া পাওয়া যায়। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা দেশের সকল প্রশাসনিক স্তরের মধ্যে বন্টিত হয়। এই সব প্রশাসনিক স্তরকে বলে স্থানীয় সরকার। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আবশ্যক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে এবং স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন, তবে এজন্য স্থানীয় সরকারকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেয়া উচিত। কিন্তু আদৌ কি তা হচ্ছে? স্থানীয় সরকারের আয়ের প্রধানতম উৎস সরকারী অনুদান এবং এ অনুদান স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে অনুদান প্রাপ্যতা। উন্নয়নে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর বর্তমান ভূমিকা অনুসন্ধানের বিষয়, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের আমলারা কর্তৃত্ববাদী মনোভাব সম্পন্ন এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণে বিশ্বাসী।

সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমলারা জনগণমুখী নয়। Closed system এর সকল বৈশিষ্ট্য আমলারা ধারণ করেন। যেখানে আমলাদের উচিত মাঠ পর্যায়ে গিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করা, সেখানে কার্যত তা হয় না। তারা সব সময় নিজেদের সংকুচিত করে রাখেন। জবাবদিহিতার প্রশ্নে সরকারী চাকুরীতে আমলাদের সামাজিক মর্যাদা, পদ মর্যাদা এবং ক্ষমতা তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে; যার ফলে জবাবদিহিতার মানসিকতা গড়ে ওঠে না।

জনগণের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সেই অর্থে কি পরিমান অংশগ্রহণ হচ্ছে তা জানা প্রয়োজন। BARD এর একটি সমীক্ষায় একটি উপজেলার নিম্নরূপ চিত্র দেখা গেছে ঃ

Nature of involvement	No. of respondents	% of total
Sold labor for project implementation	9	21.4
Worked as a member of the project		
implementation committee	1	2.4
Govt. voluntary labour force project	1	2.4

Source : Decentralization of administration in Bangladesh, Syed Margub Murshed, et. al., p. 113.

উপসংহার

আধুনিক লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক চর্চার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য তা কম বেশি সকল দেশেই লক্ষ্যণীয়। তবে প্রায়োগিক দিকের উন্নতির জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনয়ন। আমলাদের পেশাগত দক্ষতার অহমিকা এবং তাদের ঔপনিবেশিক মন মানসিকতা আমলাতন্ত্রকে আরও কল্যাণমুখী করে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে। কাজেই আমলাতন্ত্রকে আধুনিক সমাজের উপযোগী করে ঢেলে সাজাতে না পারলে তাত্ত্বিকভাবে প্রশাসনিক সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমলাতন্ত্রকে যতই উত্তম ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হোক না কেন, আমলাতন্ত্র সম্পর্কে প্রচলিত নেতিবাচক ধারণাকে দূরীভূত করা সহজ হবে না। সর্চোচ্চ পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ এবং সংগঠনে মানবিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে আধুনিক রাষ্ট্রের উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব। বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের রাজনৈতিক কাঠামো এখনও বিভিন্ন দুর্বলতায় আচ্ছন্ন বলে আমলাতন্ত্র এখানে বহুবিদ পন্থায় রাষ্ট্র কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে প্রভূত্ব বিস্তার করে রেখেছে। তাই প্রয়োজন শক্তিশালী রাজনৈতিক কাঠামো এবং এর মাধ্যমে তত্ত্ব এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

তথ্য নির্দেশিকা

খান, আবু তাহের (১৯৯৫), *শিক্ষা সংগঠন, প্রশাসন ও আমলাতন্ত্র ঢাকা :* বাংলা একাডেমী।

Henry, Nicholas (1995), ***Public Administration and Public Affair, Englewood Cliffs***

ভূঁইয়া, মোঃ শাহজাহান হাফেজ (১৯৯৮), *জন কল্যাণকামী আমলাতন্ত্রের সন্ধানে, উন্নয়ন বিতর্ক,* বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, পৃঃ ৪৮-৫১।

Huda, A. T. M. Shamsul (1990), ***Functions and Functionaries of the Bangladesh Secretariat,*** Bangladesh Journal of Public Administration, BPATC, Vol. V, No.-5, Jan. 1998, Page-6.

রহমান, মোঃ মকসুদর (১৯৯৩), *বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন রাজশাহী* : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড।

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।

Personal Manual, Ministry fo Establishment.

Karim, M. A. (1998), ***Resturcturing The Bangladesh Secretariate :*** Bangladesh Journal of Public Administration, BPATC, Vol. VII, No.-1 & II, 1998, 76

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা

নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
১।	অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ, ১৯৬৪	– ডব্লিউ, ডব্লিউ রসটো	টাঃ ৬.৫০/-
২।	প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি ১৯৭০	যাহিদ হোসেন -সম্পাদনায়	টাঃ ৬.৫০/-
৩।	প্রশাসনের মূলনীতি ১৯৭১	যাহিদ হোসেন -সম্পাদনায়	টাঃ ১৮/-
৪।	প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতাঃ স্মৃতিচারণ ১৯৮৪	নীলুফার বেগম-সম্পাদনায়	টাঃ ১৮/-
৫।	সরকারী কর্মচারী মহিলা নির্বাহী বিকাশের সমস্যা ১৯৮৭	নীলুফার বেগম	টাঃ ৬.৫০/-
৬।	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা ১৯৮৮	এ, কে, এম হেদায়েতুল হক ও হীরালাল বালা	টাঃ ১২০/-
৭।	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ১৯৯৪	নাসিরউদ্দীন আহমেদ ও আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান, সম্পাদক	টাঃ ১২৫/-
৮।	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা পঞ্চম বর্ষ সংখ্যা, নভেম্বর	বণিক গৌর সুন্দর	টাঃ ৪০/-
৯।	Bangladesh Journal of Public Administration Volume VII Number 1 & II	ড. মীর ওবায়দুর রহমান সম্পাদক	টাঃ ৪০/-
১০।	লোক-প্রশাসন সাময়িকী সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০	মোঃ শফিকুল হক-সম্পাদক	টাঃ ১৫/-
১১।	The Deputy Commissoner in East Pakistan 1964	A. M. A. Muhith	টাঃ ১৬/-
১২।	Administration Policy of the Government of Bengal, 1965	Rokeya Rahman Kabeer	টাঃ ৩০/-
১৩।	Bengal Dist. Administration Committee, 1966 - Govt. of Bengal	Publish by NIPA	টাঃ ৩৫/-
১৪।	Famine Manual, 1967 - Govt. of Bengal	Publish by NIPA	টাঃ ৭/-
১৫।	Problems of Municipal Administration, 1968	M. A. Hussain Khan	টাঃ ৩৫/-
১৬।	Our Cities and Towns, 1970	Md. Jainul Abdin Ed.	টাঃ ২৩/-
১৭।	Administration reforms in Pakistan, 1970	A. N. Shamsul Hoque	টাঃ ৩০/-
১৮।	Social and Administrative Research in Bangladesh, 1973	Naj Nor Begam	টাঃ ১৬/-
১৯।	Social Change and Development in South Asia 1978	Lutful Haq Chowdhury	টাঃ ৪৫/-
২০।	District Administration in Bangladesh 1978	Qazi Azhar Ali	টাঃ ২২/-
২১।	Bangladesh Public Administration and Senior Civil Servants, 1984	Ali Ahmed	টাঃ ৫০/-
২২।	Post-Entry Training in Bangladesh Civil Service : The Challenge and response 1986	Published by BPATC SAVAR, Dhaka	টাঃ ৪০/-

নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
২৩।	Career Planning in Bangladesh, 1986	Published by BPATC SAVAR, Dhaka	টাঃ ১২০/-
২৪।	Sustainability of Project for Higher Agriculture Education, 1988 & Others	A. T. M. Shamsul Huda and others	টাঃ ৪০/-
২৫।	Approaches to Rural Health Care : A Case Study of Gonoshastya Kendra, 1988	A. T. M. Shamsul Huda and others	টাঃ ৪০/-
২৬।	Sustainability of Rural Development Project : A Case Study of Rural Development Project in Bangladesh 1988	Akar Ali Khan and others	টাঃ ৪০/-
২৭।	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh, 1989	A. K. M. Hedhayetul Huq and others	টাঃ ৪০/-
২৮।	Hand Book for the Magistrates, 2nd Ed.1990	Z. A. Shamsul Haq others	টাঃ ১০০/-
২৯।	A Study of the Use of Computers in Management Decision Making in the Public Sector of Bangladesh, 1991	Dr. Ekram Hassain and others A. K. M. Enamul Haque A. Z. M. Shafiqul Alam	টাঃ ৫০/-
৩০।	Administrative Science Review	Published by NIPA	টাঃ ১৫/-
৩১।	Decentralization & People's Participation in Bangladesh, 1983	Dr. Sk. Maqsood Ali M. Safiur Rahman Kshanada Moham das	টাঃ ১৫০/-
৩২।	The Revenud Administration of North Bengal, 1970	A. B. M. Mahmood	টাঃ ৩০/-
৩৩।	Hospital Administration, 1969	N. N. Chowdhury ed.	টাঃ ১৮/-
৩৪।	Survey of In-service Training Institution in East Pakistan, 1969	Syed Nuruzzaman	টাঃ ১৫/-
৩৫।	Bureaucracy in Bangladesh Perspective	A. Z. M. Shamsul Alam	টাঃ ৫০০/-
৩৬।	Limiting the Role of State Prescription of the World Bank & the Bangladesh Economy	Dr. Mir Obaidur Rahaman	টাঃ ১০০/
৩৭।	The Assessment of El Nino Impacts and Responses	Dr. Ekram Hassain and others	টাঃ ২৫০/-

আরো তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা, এটি কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক জার্ণাল। প্রতি ইংরেজী বছরের জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে এ সাময়িকী প্রকাশিত হয়। লোক প্রশাসন সাময়িকীতে কেন্দ্রের অনুষদ সস্য, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কর্তৃক বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় লিখিত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে লোক-প্রশাসন, উন্নয়ন অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রবন্ধ এ সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

◆ প্রবন্ধটি মৌলিক বং অন্য কোন জার্ণালে বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি-এ মর্মে প্রবন্ধ জমাদেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে

◆ লেখা মান সম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মুল পান্ডুলিপির সংগে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবেঃ বাংলা কম্পোজ ঃ "প্রশিকা শব্দ (লিপি নরমাল)" ফন্ট

ইংরেজী কম্পোজ ঃ "টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট

◆ প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিসকেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে

◆ প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

◆ মুল কপিসহ পান্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্থ (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদ কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না

◆ ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে

◆ প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজীতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে

◆ প্রবন্ধের পাদটিকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থ স্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খন্ড ও ইসু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে

◆ প্রবন্ধের আকার ৬০০০ শব্দের (২০ মুদ্রিত পৃষ্ঠা) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে

◆ লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ২ কপি ও প্রবন্ধের ২৫ কপিং অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন

◆ প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিসকেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।

◆ মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।